60

আজকের কাগজ

তারিখ ...02 FEB 1996...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ...১....

বই মেলা

নির্ধারিত সময়ের ৩৫ মিনিট পর

নজিরবিহীন নিরাপত্তা, বোমা ও গুলির শব্দের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বইমেলা উদ্বোধন করলেন

অনুষ্ঠানে ছাত্রদল—পুলিশ—বিডিআর ছাড়া আর কেউ ছিলেন না

কাগজ প্রতিবেদক : নজিরবিহীন নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল সকালে নির্ধারিত সময়ের ৩৫ মিনিট পর বাংলা একাডেমীর অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী যখন উদ্বোধন করছিলেন বাইরে থেকে তখন একের পর এক ভেসে আসছিলো গুলির শব্দ। তবে লেখক, বুদ্ধিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বর্জনের মুখে মেলা উদ্বোধনের পর ৪শ' স্টলের মধ্যে বাংলা একাডেমীর নিজস্ব স্টলসহ মাত্র তিনটি স্টল ছাড়া অন্যকোনো স্টল খোলেনি। বিকেলেও দুই তৃতীয়াংশ স্টলই ছিলো বইবিহীন এবং বন্ধ।

প্রধানমন্ত্রীর বইমেলা উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে গতকাল সকালে বাংলা একাডেমী এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিলো। গিজ গিজ করছিলো পুলিশ, বিডিআর, সেনা ও বিশেষ বাহিনীর লোকজন। সকালেই বাংলা একাডেমীর গেট দিয়ে উদ্বোধন স্থানে ঢুকতে গিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় সাংবাদিকদেরও। বিড়ম্বনা থেকে দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকরা ও রেহাই পাননি। ডাকসু জিএস খায়রুল কবির খোকনকেও গেটে আটকে দেয়া হয়। তবে গেটের বাইরে সকাল থেকেই চলছিলো ছাত্রদল নেতাকর্মিদের সশস্ত্র মহড়া এবং একের পর এক মিছিল। বিভিন্ন বিরোধী ছাত্রসংগঠনের প্রধানমন্ত্রীর আগমন প্রতিহতের ডাকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলো তারা।

প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনস্থলে এসে উপস্থিত হন ১১টা ৩৫ মিনিটে। ১১টার সময় তার উপস্থিত হওয়ার কথা ছিলো। প্রধানমন্ত্রী যখন উপস্থিত হন তখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লেখকদের জন্যে নির্ধারিত আসনের সবগুলোই ফাঁকা। ফাঁকা তো রয়েছেই সাধারণ দর্শক শ্রোতাদের আসন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী আসার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদলের নেতা-কর্মিরা দলীয় মিছিল নিয়ে এসে সবগুলো শূন্য আসন দখল করে। ইডেন কলেজের ভিপি হেলেন জেরিন খানের নেতৃত্বে সচিবদের জন্যে নির্ধারিত আসন দখল করে ছাত্রদলের সমর্থক ছাত্রিরা। অবশ্য দখলের পর 'লেখক' এবং 'সচিব' লেখা প্ল্যাকার্ডগুলো উঠিয়ে নেয়া হয়।

১১টা ৪৫ মিনিটে মেলার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পর এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। নীরবতা পালনের জন্যে প্রধানমন্ত্রীসহ সবাই যখন উঠে দাঁড়িয়েছেন পুরো প্যাণ্ডেল জুড়ে পিন পতন নীরবতা ঠিক তখনই বাইরে থেকে ১৫/১৬টি গুলি ও বোমাবাজির শব্দ নীরবতাকে ভেঙ্গে খান খান করে। অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে ছাত্রদলের কর্মিরা তখন বাইরের দিকে ছুটে যায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এছাড়া বক্তব্য রাখেন-বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর মনসুর মুসা, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আখলাকুর রহমান।

দুপুর ১২টা ২ মিনিটে শুরু মোট ৬ মিনিটের প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বাংলা একাডেমীর এই বইমেলা এখন লেখক, প্রকাশক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, জ্ঞানপিপাসু মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষ আসেন এই মেলায় মতবিনিময় করেন। ভাবের এই আদান প্রদানে সহনশীলতার পরিবেশ আরো জোরদার হয়ে উঠবে বলে আমি আশা করি। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আর মনন বিকাশের জন্যে চাই শিক্ষা।

তিনি বলেন, একুশের মৌল চেতনা আমাদের জাতীয় ঐক্যের চেতনা। একুশ আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, পরমত সহিষ্ণুতা আর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়ে থাকে। এই শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হোক এই কামনা করি। একুশের চেতনাই হয়ে উঠুক আমাদের অগ্রযাত্রার পাথেয়।

বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমী স্টলের সম্মুখে মেলা উদ্বোধনের ফিতা কাটেন এবং একাডেমীর স্টল ঘুরে দেখেন। ১২টা একুশ মিনিট মেলাস্থল থেকে প্রস্থান করেন।